



221924 - যবে নারী অসুস্থ; যার রোযা রাখার শক্তিনাই

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী নমিন রক্তচাপ (Low Blood Pressure) এ ভুগছেন। যবে রোগে তাকে শারীরিকভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং রোযা রাখার ক্ষেত্রে বাধা হচ্ছে। যদি সবে রোযা রাখতে তাহলে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে; এমনকি বেহুঁশ হওয়ার অবস্থা হয়ে যায়। রোযাগুলো কাযা পালন করার ক্ষেত্রে তার উপর কী করা আবশ্যিক। যবে কী গরীবদেরকে খাদ্য দয়ার জন্য কিছু অর্থ পরিশোধ করবে? যদি সটো করা যায় তাহলে কী সবে ঐ অর্থ একটা ইসলামী দাতব্য সংস্থাকে দিতে পারবে; যারা যুদ্ধে কষতগ্রিস্ত মুসলমি দেশে মুসলমানদের জন্য খাদ্য ও সহযোগিতা সরবরাহ করে থাকে। কারণ আমার স্ত্রী বশ্বিবে এমন এক উন্নত দেশে থাকেন যখনে গরীবদেরকে মুসলমি দেশগুলোতে বসবাসকারীদের সাথে তুলনা করলে তারাও ধনী লোক হিসেবে গণ্য হবেন।

প্রতি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ রোগটি যদি দীর্ঘস্থায়ী রোগ না হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা থাকে; তাহলে তিনি সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করবেন এবং যবে দনিগুলোর রোযা রাখতে পারেননি সবে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করবেন।

আর যদি রোগটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সুস্থ হওয়ার আশা না থাকে; তাহলে তার উপর থেকে কাযা পালনের আবশ্যিকতা মওকুফ হয়ে যাবে এবং রমযান মাসের প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসকীন খাওয়ানো ওয়াজবি হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে এমন ব্যক্তি জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল যবে ব্যক্তি রোযা রাখতে গেলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। জবাবে তিনি বলেন: যদি রোযা রাখা তার জন্য এ ধরণের রোগের কারণ হয় তাহলে সবে রোযা না রেখে কাযা পালন করবেন। যদি যবে কোন সময় রোযা রাখলে তার এ অবস্থা হয় তাহলে তিনি রোযা পালনে অক্ষম হিসেবে গণ্য হবেন এবং প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসকীন খাওয়ানো। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২১৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"অক্ষম ব্যক্তির উপর রোযা ফরয নয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আর কউ অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সবে অন্য দনিগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৫]



তবে গবেষণার মাধ্যমে এটা পরীক্ষার যবে, অক্ষমতা দুই প্রকার: সাময়িক অক্ষমতা ও স্থায়ী অক্ষমতা। সাময়িক অক্ষমতা হল: যা দূর হওয়ার আশা রয়েছে। আয়াতে সে অক্ষমতার কথায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অক্ষম ব্যক্তির অক্ষমতা দূর হলে সে রোগীগুলো কাযা করবে। যহেতু আল্লাহ বলছেন: "সে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করবে"। আর স্থায়ী অক্ষমতা হল যা দূর হওয়ার আশা নহে। এমন ব্যক্তির ওপর প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি।"[আল-শারহুল মুমতী (৬/৩২৪-৩২৫) সমাপ্ত]

দুই:

রোগীর কাফ্ফারা হিসেবে যে পরিমাণ খাদ্য দয়া ওয়াজবি: প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য দেওয়া। এর পরিমাণ হচ্ছে-- স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্যের অর্ধ সা'। অর্ধ সা'-এর ওজন প্রায় দড়ে কলিগ্ৰাম।

ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি, প্রথম খণ্ডে (১০/১৬৭) এসছে: "আপনি যে কয়দিনের রোগী রাখেননি সে কয়দিনের প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য ফদিয়া হিসেবে প্রদান করলে হবে। একদিনের খাদ্যের পরিমাণ হচ্ছে অর্ধ সা'। অর্থাৎ প্রায় দড়ে কলিগ্ৰাম চাল, গম বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য সাধারণত স্থানীয়রা যে খাদ্য খেয়ে থাকে।"[সমাপ্ত]

তনি:

এমন মসিকীনকে খাওয়ানো ওয়াজবি যে মসিকীনের কাছে তার নতিয়দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য নহে। তাই আপনাদের দেশে যদি মসিকীন না থাকে তাহলে অন্য যে দেশে মসিকীন আছে সেখানে খাদ্য প্রদান করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দয়া জায়যে হবে। আমরা যতটুকু পারি আল্লাহ আমাদেরকে ততটুকু পালন করার নির্দেশে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আপনারা যে দেশে থাকেন সে দেশের চয়ে যদি অন্য কোন দেশে কৃষাগ্রস্ততা ও প্রয়োজন বশে হয় তাহলে কাফ্ফারা ও সদকা সেই দেশে স্থানান্তরিত করা জায়যে আছে।

আরও জানতে দেখুন: 4347 নং ও 43146 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।